দৈনিক বাংলা

তারিখ 25 FEB 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

063

ভুলে ভর্তি বোর্ডের বই

খালি চোখে গ্রহ উপগ্রহ দেখা যায় না!

॥ দিলীপ দেবনাথ ॥

নদী অপেক্ষা বৃহত্তর জলাশয়কে সাগর বলে। খালী চোখে গ্রহ উপগ্রহ দেখা যায়না। গোসলের জন্য নলকূপের পানিই উত্তম। জগদীশ বসু প্রমান করেন যে গাছের প্রাণ আছে। পেট্রল ইঞ্জিনের গতিবেগ বাষ্পীয় ইঞ্জিনের গতিবেগের চেয়ে বেশী। পুড়ে গেলে বার্নল জাতীয় মলম লাগাতে হবে। মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমিতে শাল প্রধান বৃক্ষ।

টেকস্টবুক বোর্ডের প্রাইমারী পর্যায়ের বিজ্ঞান বই পড়লে এমনি সব অদ্ভূত তথ্য জানা যাবে। এসব বিজ্ঞান বই লিখেছেন আমাদের দেশের গুণী ব্যক্তিরা। তিন চারজন মিলে একটা বই লিখেছেন। এসব বই আবার সম্পাদনা ও পরিমার্জনা করেছেন ডজনেরও বেশি গুণিজন। এরপরেও এমনি ধরনের নানা ভুলে ভরা বই ছাত্রছাত্রীরা বছরের পর বছর ধরে পড়ে যাচেছ।

ভুল বানান, ভুল শব্দ, দুর্বল বাক্য, দুর্বল রচনা, বক্তব্য প্রকাশে অস্বচছতা বা অপারগতা এসব বইয়ের নিত্য সঙ্গী।

তৃতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞানে শেখানো হচেছ, নদী অপেক্ষা বৃহত্তর জলাশয়কে সাগর বলে।

৫-এর পৃঃ দ্রঃ

দৈনিক বাংলা

তারিখ 25 FEB 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

উপগ্রহ দেখা যায় না

(প্রথম পৃঃ পর)

অথচ আমরা জানি মহাদেশের স্থলভাগের নিকটবর্তী মহাসাগরের অংশকেই সাগর বলে। বোর্ডের সংজ্ঞা অনুযায়ী হ্রদগুলোও সাগর। বোর্ডের এ সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ ও ভুল।

এই বইয়েই লেখা, খালি চোখে গ্রহ উপগ্রহ দেখা যায় না। তবে আমরা চাঁদ, শুকতারা, পৃথিবী দেখি কি করে? তাদের বলা উচিত ছিল। খালি চোখে অধিকাংশ গ্রহ-উপগ্রহ দেখা যায় না।

তৃতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞানে বলা হয়েছে যে জগদীশ বসু গাছের প্রাণ আছে প্রমাণ করেছেন। কিন্তু আমরা জানি, তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে উদ্ভিদের অনুভূতি আছে, তারা সাড়া দেয়। উদ্ভিদের অনুভূতি বা স্পন্দন ধরার জন্যে তিনি ক্রেসকোগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন।

এই বইয়েরই আরো একটি তথ্য, গোসলের জন্য নলকূপের পানিই উত্তম। বলা দরকার ছিল গোসলের জন্য পরিষ্কার পানি উত্তম।

বিজ্ঞানের এই বইটির ভাষা দুর্বল। মুদ্রণ প্রমাদ অজস্র। বইয়ে এছাড়াও, তেমনি, কাজেই, তাই ইত্যাদি শব্দের ছড়াছড়ি। এসব অব্যয় পদ ডিঙ্গিয়ে বইটি পড়াই কষ্টকর। অথচ প্রয়োজনীয় জায়গায় সর্বনাম পদ ব্যবহার করা হয়নি।

বইটির বাক্যের একটি নমুনা: দুধ ও মাংসের জন্য, হালচাষের জন্য এবং মালামাল বহনের জন্য গৃহ পালিত গরু ছাগল প্রভৃতির যত্ন নেয়া উচিত। একই বাক্যে তিনবার জন্য ব্যবহার দুঃসহ।

এ বইয়ে দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ৪টি বাক্যের একটি অনুচেছদে ৪ বারই চাঁদ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কোন সর্বনাম পদ ব্যবহার করা হয়নি।

উদ্ভিদের ও প্রাণীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য অধ্যায়ের প্রথম উপশিরোনাম স্বভাব, খাদ্য, বাসস্থান ও গুরুত্ব। অথচ এর ভেতরে এ সম্পর্কে কিছুই লেখা নেই। মাটির মৌলিক বৈশিষ্ট্য উপশিরোনাম (পৃঃ ২৪) থাকলেও ভেতরে এনিয়ে কোন কথা নেই। প্রশ্নে দেয়া আছে, মশা মাছির জন্মস্থান বর্ণনা কর, নখ কেটে ফেলা উচিত কেন? ইত্যাদি। অথচ বইয়ে এ সম্পর্কে কোন বর্ণনা অনুপস্থিত।

বিজ্ঞান বইয়ে পাহাড় পর্বতের ছবি, চন্দ্র কলার ছবি আছে অথচ এগুলোর কোন বর্ণনা বা ব্যাখ্যা নেই। এ বইয়ে এমনি ধরনের অসঙ্গতি প্রচুর।

এই বইয়ে ছায়াপথ, উল্কা, চিড়িয়াখানার যেসব ছবি দেয়া হয়েছে সেগুলো বাজে। মুদ্রণ ত্রুটিও বইয়ে যথেষ্ট।

বানান ভুলে রেকর্ড করেছে ৫ম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইটি। এমন পাতা পাওয়া দুষ্কর যেখানে বানান ভুল নেই। এ বইয়ের তিনটি অনুপম তথ্য, বিজ্ঞানীদের (ডাক্তারদের) মতে টুথপেস্ট ব্যবহার করলে দাঁত ভাল থাকে এবং পুড়ে গেলে বার্নল জাতীয় মলম লাগাতে হয়। মধুপুর ও ভাওয়াল গড়ে শাল প্রধান বৃক্ষ।

আমরা জানি টুথব্রাস ও টুথপেস্ট ব্যবহার করলে দাঁত ভাল থাকে। বার্নল সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। ভাওয়াল গড় ও মধুপুরে গজারি প্রধান বৃক্ষ, তবে শাল গাছও অনেক জন্মায়।

বইটির দুটি বাক্যের নমুনা: এখানে বিভিন্ন জাতীয় প্রচুর মাছ পাওয়া যায় (পৃঃ ২৩)। প্রধান কর্তব্য হচেছ জনসংখ্যা হার বৃদ্ধির হ্রাস করে সুখী ও সুন্দর পরিবার গঠন করা।

আইওডিন (আয়োডিন), ভাইরস, (ভাইরাস) উদ্ভিদ (উদ্ভিজ্জ) শব্দ ব্যবহার এ বইয়ের অলংকার বটে।

ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় বনভূমি অধ্যায় আছে কিন্তু এর বিস্তৃত কোন বর্ণনা নেই। অথচ প্রশ্নমালায় উদাহরণসহ এ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে। ভূগোলক বর্ণনা প্রসঙ্গেও একই কথা। উত্তর গোলার্ধে কখন শীতকাল ও কখন গ্রীষ্মকাল (১০৯ পৃঃ) প্রশ্ন থাকলেও বইয়ে তার উত্তর নেই।

লিভিংস্টোন ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত কোন মহাদেশে আবিষ্কার করেছিলেন তার উল্লেখ নেই। নাবিক ম্যাগেলান বোর্ডের পুস্তক রচয়িতাদের কল্যাণে হয়ে গেছেন ম্যাগলাইন।

এসব ভুল নিয়েই বোর্ডের বইগুলো চলছে। এরপরও যে ছেলেমেয়েরা কিছু শিখছে সেটাই আশ্চর্য।